POLITICAL SCIENCE. SEMESTER - II

ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার (25- 28)

ভারতীয় সংবিধানের প্রণেতাগণ ভারতবর্ষ কে একটি ধর্মীয় রাষ্ট্রে পরিণত না করে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে পরিণত করতে চেয়েছিলেন। ভারতীয় সংবিধানের অন্যতম রূপকার A. Ayyangar এর একটি উক্তি এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে তিনি বলেন 'আমরা ভারতকে একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে পরিণত করতে অঙ্গীকারবদ্ধ'।

ধর্মনিরপেক্ষ কথাটির অর্থ হল রাষ্ট্র কোন বিশেষ ধর্মকে সাহায্য বা পৃষ্ঠপোষকতা করবে না এবং এক ধর্ম অপেক্ষা অন্য ধর্মকে প্রাধান্য দেবে না । ভারতীয় সংবিধানের 25,26,27 এবং 28 নং এই চারটি ধারাতেই ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার সম্বন্ধে বক্তব্য সংযোজিত হয়েছে। তার মাধ্যমেই ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্রটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সংবিধানের 25 নং ধারায় বলা হয়েছে প্রত্যেক ব্যক্তির বিবেকের স্বাধীনতা এবং ধর্ম গ্রহণ,ধর্ম পালন, ও ধর্ম প্রচারের স্বাধীনতা রয়েছে। এই অধিকারটি অবাধ বা অনিয়ন্ত্রিত নয়। জনশৃঙ্খলা নৈতিকতা জনস্বাস্থ্য ও নাগরিকদের মৌলিক অধিকারের স্বার্থে রাষ্ট্র এই অধিকারটি উপর বাধানিষেধ আরোপ করতে পারে। এছাড়া রাষ্ট্র ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক কিংবা অন্যান্য ধর্মনিরপেক্ষ কার্যকলাপকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে 25 (2)(ক)ধারা আবার সামাজিক কল্যাণ ও সংস্কার সাধনের উদ্দেশ্যে অথবা হিন্দু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে সকল শ্রেণীর হিন্দুদের কাছে উন্মুক্ত রাখার জন্য রাষ্ট্র আইন প্রণয়ন করতে পারে 25(2)(খ)ধারা।

. 26 নংধারা অনুসারে প্রত্যেক সম্প্রদায় 1)ধর্ম বা দানের উদ্দেশ্য প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারবে 2) নিজও নিজও ধর্ম বিষয়ক কার্যাবলী পরিচালনা করতে পারবে 3)স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি অর্জন করতে পারবে এবং 4)আইন অনুসারে সেই সম্পত্তি পরিচালনা করার অধিকার ভোগ করবে।এই অধিকার গুলি কে রাষ্ট্র শৃঙ্খলা নীতিবোধ জনস্বাস্থ্যের কারণে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

27 নং ধারায় বলা হয়েছে যে কোন বিশেষ ধর্ম বা ধর্ম সম্প্রদায়ের উন্নতি অথবা রক্ষণাবেক্ষণের ব্যয় নির্বাহের জন্য কোন ব্যক্তি কে কোন প্রকার কর প্রদানে বাধ্য করা যাবে না।

. 28 নং ধারায় বলা হয়েছে সম্পূর্ণভাবে সরকারি অর্থ দ্বারা পরিচালিত কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মীয় শিক্ষা দেয়া যাবে না এবং ধর্ম মূলক উপাসনায় যোগদান করতে কাউকে বাধ্য করা যাবে না। আবার যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরকার কর্তৃক স্বীকৃত কিম্বা সরকারি অর্থে আংশিকভাবে পরিচালিত সেগুলিতে শিক্ষার্থীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে অথবা অপ্রাপ্তবয়স্ক শিক্ষার্থীর অভিভাবকের বিনা অনুমতিতে ধর্ম শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা যাবে না। তবে রাষ্ট্র দ্বারা পরিচালিত কিন্তু কোন দাতা বা আছির দ্বারা প্রতিষ্টিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ধর্ম শিক্ষা দেয়া যাবে, যদি দাতার উইলে কোন বিশেষ ধর্ম বিষয়ে শিক্ষাদানের কথা উল্লেখ থাকে।

. 25 থেকে 28 নং ধারা গুলি ছাড়াও ভারতীয় সংবিধানের অন্যান্য অংশে বিক্ষিপ্তভাবে ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার সম্পর্কিত বিষয় উল্লেখ আছে , যেমন সংবিধানের প্রস্তাবনায় মতপ্রকাশের বিশ্বাসের ধর্মের ও উপাসনার স্বাধীনতা স্বীকৃত হয়েছে। 15 ও 16 নং ধারা ধর্মের ভিত্তিতে বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে শ্রেণীবিভাগ নিষিদ্ধ করা হয়েছে 17 নং ধারায় অস্পৃশ্যতার সাধন করা হয়েছে ।

সংবিধানের 29(2) ধারায় সরকারি সাহায্য প্রাপ্ত বা সরকারের দ্বারা পরিচালিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তির ব্যাপারে এবং 325 নং ধারায় ভোটাধিকারের ক্ষেত্রে ধর্মের ভিত্তিতে বৈষম্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এছাড়া ব্রিটিশ আমলে ভারতবর্ষে যে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা ছিল স্বাধীন ভারতে তা বাতিল করা হয়েছে । সংবিধানের 29 নং ধারায় সংখ্যালঘুদের অধিকার ও স্বার্থ রক্ষার কথা বলা হয়েছে এছাড়া সংবিধানের 44 নং ধারায় প্রত্যেক নাগরিকের ক্ষেত্রে একই প্রকার দেওয়ানী আইন প্রযোজ্য হওয়ার কথা বলা হয়েছে। এগুলি সবই ভারতে ধর্ম নিরপেক্ষ নীতি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সহায়ক উপাদান।

কিন্তু দুঃখের বিষয় ভারতবর্ষে ধর্ম আর মানুষের ব্যক্তিগত ব্যাপার থাকছে না, ধর্মকে রাজনীতি থেকে আলাদা করা হচ্ছে না ধর্মীয় আবেগ ও সাম্প্রদায়িক প্রচারে মানুষকে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে এর ফলে সাম্প্রদায়িকতা বারবার মাথাচাড়া দিচ্ছে এরই ফলে ভারতের সযেত্ন লালিত ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্র আজ অনেকাংশেই আক্রান্ত।